R. N. No. 2532/57 Ph. : 266228 (P.), 26722s (Resi.)/STD 0348s P. Regd. No WB/MSD-05

Webel
Computer Training Centre (Under Govt. of West Bengal)

এখানে ছাত্র-ছাত্রীরা পাবে উন্নতমানের কম্পিউটার শিক্ষা ও সার্টিফিকেট যা Employment Exchange-এ গ্রহণযোগ্য

বাজারপাড়া প্রাঃ স্কুলের পাশে রঘুনাথগঞ্জ, ফোন (০৩৪৮৩) ২৬৬৩০৪ মোঃ ৯৭৩২৯১১৮৪০, ৯২৩২৪৫০৬৪১

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ

রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭

(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)

ফোন : ২৬৬৫৬০

রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৯৪শ বর্ষ ৮ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ১৯শে আষাঢ়, বুধবার, ১৪১৪ সাল। ৪ঠা জুলাই ২০০৭ সাল। | নগদ মূল্য : ১ টাকা বার্ষিক : ৫০ টাকা

রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয়ে ভর্তি নিয়ে নয়া কমিটির বিরুদ্ধে নানা দুর্নীতির অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর মুনিরিয়া হাই মাদ্রাসা বিল্ডিং-এ কয়েক বছর আগে মহকুমার একমাত্র মুক্ত বিদ্যালয় চালু হয়। সেখানে ছ' মাসের কোর্সে বয়স্ক পড়ুয়াদের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পঠন-পাঠনের সুযোগ থাকে। ঐ মাদ্রাসার হেডমাষ্টার আনেসুর রহমানকে কো-অর্ডিনেটর করে মুক্ত বিদ্যালয় পরিচালনায় একটি কমিটি তৈরী হয়। সেই ভাবেই স্কুলটি চলছিল। হঠাৎ এ বছর জুলাই-এর সেসন শুরুর আগে মুনিরিয়া হাই মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটির সেক্রেটারী রেজাউর রহমানকে বাদ দিয়ে গত ৯ জুন আনেসুর রহমানকে কো-অর্ডিনেটর, জঙ্গিপুর পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার মোজাহারুল ইসলামকে প্রেসিডেন্ট, ৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার সেলিম সেখ এবং মাদ্রাসার বর্তমান এম. সির দু'জন মেম্বার রহমতুল্লা সেখ ও খুরসেদ মন্ডলকে নিয়ে রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয়ের নতুন কমিটি তৈরী হয়। এবং মুক্ত বিদ্যালয়ের পুরো আসবাবপত্র মাদ্রাসা থেকে নিয়ে গিয়ে (শেষ পৃষ্ঠায়)

ভাঙন প্রতিরোধ নিয়ে তামাশায় একই বোল্ডার ধুলিয়ানে তিন জায়গায় বলে অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা : বর্ষা শুরুর সাথে সাথে ধুলিয়ান পুরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডে অল্প বিস্তর ভাঙন শুরু হয়েছে বলে খবর। অন্যদিকে ভাঙন প্রতিরোধের কাজে নানা দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। একই বোল্ডার একবার গরুহাটে, একবার শোপাড়ায়, আবার ঐ বোল্ডার গঙ্গার ধারে নিয়ে গিয়ে মেজারমেন্ট করা হচ্ছে। এছাড়া বোল্ডারের সাইজ ছোট, নেটের ভেতরে বোল্ডার পুরে যে সব এলাকায় ভাঙন প্রতিরোধের কাজ শুরুর কথা সেখানে নাকি সেভাবে কাজ হচ্ছে না। সব ক্ষেত্রে নিযুক্ত কর্মীদের সঙ্গে ঠিকাদারদের একটা গোপন আঁতাত প্রকাশ পাচ্ছে। ২, ৪, ১৭, ১৮, ১৯ নম্বর ওয়ার্ডে বাঁধের অবস্থা আশঙ্কাজনক হলেও এখন পর্যন্ত সেখানে কাজ শুরু হয়নি। ১৯৯৮ সালে ঐ সব বাঁধ ভেঙে ধুলিয়ান পুর এলাকাকে ভাসিয়ে দিয়েছিল। আতঙ্কগ্রস্ত একজন বিদ্রুপের সঙ্গে জানান, প্রণব মুখার্জী সংসদ নির্বাচিত হওয়ার পর এখানে বক্তৃতা দিতে গিয়ে বলেছিলেন 'আর একটি বাড়ীও গঙ্গা গর্ভে যেতে দেব না'। তাঁর উক্তির সঙ্গে দায়িত্বশীল আমলাদের কাজে কোন সামঞ্জস্য আছে কি ?

পি ডবলিউ ডি দপ্তরের অবহেলায় রাস্তা তৈরীতে ঢিলেমি চলছেই

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘি বিদ্যুৎ প্রকল্পের অর্থানুকূল্যে রঘুনাথগঞ্জ—মনিগ্রাম ডাইভারসন রোডের কাজ পি ডবলিউ ডি থেকে শুরু করলেও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ শেষ হয়নি বলে খবর। পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন লিঃ ঐ রাস্তা নির্মাণের দায়িত্ব নিতে চাইলে পি ডবলিউ ডি কর্তৃপক্ষ তাতে বাধা দেয় বলে খবর। এরফলে বর্ষার মুখে টেম্পোরারি রোডে যানবাহন চলাচলে প্রায় অচলাবস্থা (শেষ পৃষ্ঠায়)

বি সি এল তালিকা নিয়ে কংগ্রেসের ডেপুটেশন ও পুরপতির বক্তব্য

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লক কংগ্রেস গত ২৫ জুন জঙ্গিপুর পুর এলাকার ২০টি ওয়ার্ডের আগত বিপুল সংখ্যক নাগরিক পৌরসভার নানা অনিয়মের বিরুদ্ধে সোচ্চার হলেন পুর ভবনে। যার অধিকাংশই ছিলেন মহিলা। পুরসভার প্রকাশিত ত্রুটিপূর্ণ বি. পি. এল. তালিকা সংশোধন, দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারীদের বার্ধক্য ভাতার ব্যবস্থা, পুরসভার ইজারা দেওয়া ২টি ফেরীঘাট নিলামের শর্ত অনুযায়ী যাত্রীদের পারাপারের দাবীতে এই বিক্ষোভ সমাবেশ। পুরসভার বিরোধী নেতা বিকাশ নন্দ জানান, (শেষ পৃষ্ঠায়)

স্বর্ণচরী, বালুচরী, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ, গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান **গৌতম মনিয়া**

ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে (মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টোদিকে)
পোঃ গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন : ২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল ৯৪৩৪০০০৭৬৪, ৯৩৩২৫৬৯১৯১

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৯শে আষাঢ় বুধবার, ১৪১৪ সাল।

ঐ গঙ্গায় ডুবিয়াছে হায় !

ডুবিয়াছিল ভারতের স্বাধীনতা সূর্য আজ হইতে আড়াই শত বৎসর পূর্বে। সেই কালিমালিপ্ত দিনটি ছিল ২৩শে জুন। বৃহস্পতিবার। ভাগ্যলক্ষ্মী ছিল অপ্রসন্ন, প্রকৃতি ছিল বিরূপ, নবাবের সভাসদেরা ছিল বিশ্বাসঘাতক। ব্যক্তি স্বার্থকে চরিতার্থ করিতে গিয়া মীরজাফর, জগৎ শেঠের দল দেশের এবং দশের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়াছিল ভাগীরথীর জলে। লোভ ও প্রতারণার যূপকাষ্ঠে সেদিন বলিপ্রদত্ত হইয়াছিল দেশবাসীর স্বাধীনতার অমল অধিকার। বণিকের মানদন্ড লাভ করিয়াছিল রাজদন্ডের স্বীকৃতি এবং শিরোপা। অর্থলোভী কয়েকজন স্বার্থান্ধ মানুষের কাঁধে চাপিয়া ক্ষমতার সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিল চতুর সওদাগর ব্রিটিশ সেনাপতি ক্লাইভ। প্রলুব্ধ মীরজাফরকে করিয়া রাখিয়াছিল তাহার হস্তধৃত পুত্তলিকা। হয়তো বিশ্বাসঘাতকতার প্রাপ্য পুরস্কার। সেদিন লাখো লাখো পলাশ ফুলে রঞ্জিতও পলাশীর মৃত্তিকা বীর সেনাদের রক্তে সিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সেদিনের যুদ্ধে নবাবের সেনা ছিল পঞ্চাশ হাজার, কামান ছিল তিপান্নটি আর মাদ্রাজ প্রত্যাগত ক্লাইভের ছিল মাত্র ২২০০ ইউরোপীয় এবং ২১০০ দেশী সৈন্য। সেদিন বণিকের যুদ্ধ জয়ের কোন সম্ভাবনাই ছিল না। অথচ বণিকের জয়, নবাবের পরাজয় ঘটিল। ঘটিল না, বলা ভাল ঘটাইল স্বার্থান্ধ কয়েকজন বিশ্বাসঘাতক। তাহারা সিরাজের পতন আনিয়া দিল ঠিকই। তাহাকে নিষ্ঠুর-ভাবে হত্যা করিল তাহাও সত্য। ইহা না বলিয়া বরং বলা যাইতে পারে—ভারতের অগণিত মানুষের জন্মগত অধিকার—স্বাধীনতাকে অপহরণ করা হইল। সিরাজ নিহত হইল না, নিহত হইল দেশের স্বাধীনতা।

২৩শে জুন ইতিহাসের সেই কলঙ্কিত দিন। দেশের ও জাতির জীবনে কালিমা-লিপ্ত অধ্যায়। আজ ২৫০ বছর পরে ২৩শে জুন দেশবাসীর নিকটে লজ্জার দিন, আজ আত্মসমীক্ষার দিন। আত্ম-শুদ্ধিরও দিন। ব্যক্তির প্রতি ব্যক্তির স্বার্থগত কারণে বিদ্বেষ থাকিতেই পারে। তাই বলিয়া ব্যক্তিগত বিদ্বেষ চরিতার্থ করিবার মানসিকতায় সমগ্র ভূমিখন্ডের স্বার্থকে, স্বাধীনতাকে বিদেশীর হাতে একরকম বিনামূল্যে বিক্রয় করিয়া দেওয়ার এই ইতিকথা কতখানি ঘৃণ্য তাহা স্মরণ করিবার দিন জুনের এই তেইশে।

সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শক্তির হাত হইতে স্বাধীনতা উদ্ধার করিতে দেশের মানুষকে বহু ত্যাগ, তিতিক্ষা, কৃচ্ছসাধন, কারাবরণ, প্রাণোৎসর্গ করিতে হইয়াছে তাহা বর্ণনাতীত। কত বীরের রক্ত স্রোত বহিয়া গিয়াছে, কত জননীর চোখের জল ব্যয়িত হইয়াছে এই স্বাধীনতার জন্য। অবশ্য ব্যর্থ হয়নি সেই উৎসর্গ। একশত নব্বই বৎসরের পরাধীনতার পর শৃঙ্খল মুক্ত হইয়াছে দেশ ১৯৪৭ সালে। তাই আজ অতীত ইতিহাসকে ভুলিলে চলিবে না। ২৩শে জুন কোন উৎসবের দিন নয়, আত্মগ্লানি মোচন মুক্ত হওয়ার দিন। কোন গবেষকের মতে এইদিন শুধু সিরাজের পরাজয়ের দিন নয়, শুধুমাত্র বাংলার পরাজয়ের নয়, ভারতের নয়, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার দিন। ঘৃণ্য সাম্রাজ্যবাদকে ধিক্কার জানাইবার দিন—তেইশে জুন। কারণ কয়েকজন মানুষের বিশ্বাসঘাতকতায়, অপরিণামদর্শিতায় বণিকের মানদন্ড রাজদন্ডের অধিকার লাভ করিয়াছিল।

কিস্-স্ক্যাণ্ডাল

শীলভদ্র সান্যাল

আই ওয়ান্ডার, হোয়াট আ ডেয়ার !
দ্যাট ফিল্ম্ স্টার রিচার্ড গেয়ার
এন্ট্যালঙ্গল্ড্ ইন্ কিস্ অ্যাফেয়ার
উইদাউট মেকিং এনি প্রেয়ার
ইন্ আ বিড্ টু টেক আ শেয়ার
প্রোগ্রামিং ফর এড্স্-কেয়ার
বাট সামথিং রং দেয়ার !
দ্যাট্ অন্ দ্য স্টেজ দ্য পেয়ার
লক্ড্ বোথ ইন্ কিস্ অ্যাফেয়ার
পাবলিকলি ওপেন বেয়ার
হুইচ ওয়াজ নট অ্যাট অল ফেয়ার
দোও দ্য ইভেন্ট, ভেরি রেয়ার
ইয়েট দ্য মিডিয়া চার্ণ দ্য এয়ার
অ্যাজ ইফ ইটস আ নাইট মেয়ার !
ইভেন্ট বিইং ব্যাড অর গুড
বাট ফর আস, হোয়াট উই শুড
নট টু বি টুউ সফড অর রুড
টুওয়ার্ড্স্ দেয়ার অ্যাটিচুড
দ্যাট ওয়াজ ডান ইন সাডেন মুড
বাই হলিউড অর বলিউড্ ॥

শোকসংবাদ

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রঘুনাথগঞ্জ ফাঁসতলা পল্লীর অধ্যাপক অজিত মুখোপাধ্যায়ের সহধর্মিণী ও জঙ্গিপুরের প্রাক্তন পুরপতি প্রয়াত মুক্তিপদ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা মাধুরী দেবী ('৬৪) হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে গত ২১ জুন পরলোকে চলে গেলেন। মৃত্যুকালে তিনি দুই ডাক্তার কন্যা ও স্বামী অজিত মুখোপাধ্যায়কে রেখে গেছেন।

সংযোজন ঃ জঙ্গিপুরের বেটি চলে গেলেন। আপনারা প্রায় তাঁদের দেখে থাকবেন। সন্ধ্যে হলে, হাতে ছোট ব্যাগ নিয়ে তুলসিবাড়ি মন্দির। কোনও কোনও দিন বা ফুলতলা পর্যন্ত বেড়াতে যেতেন ওরা। প্রত্যেক দিন—হ্যাঁ প্রত্যেক দিন। তাঁর জনসংযোগ ছিল। ১০ মিনিটের বাড়ি ফেরার পথ ৩০ মিনিট পার হয়ে যেত। পথ চলতে চলতে, রাস্তার মোড়ে মোড়ে কখনও এর সঙ্গে গল্প করা, কিম্বা ওর সঙ্গে হাসি ঠাট্টা। এ যেন গদাইপুরের মা পেটকাটি। কখনও এ ঘাট, কখনও বা ওপারের গাড়িঘাট, আবার এপারের ঘাট, এমনি করে বেলা চলে যায়। মাধুরী মুখোপাধ্যায়ের শরীরী উচ্চতা গড় বাঙ্গালী মেয়েদের চেয়ে বেশি ছিল, অত্যন্ত সুগঠিত ও বলিষ্ঠ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, মুখখানি লাবণ্যে ভরা। বয়সকে ধরে রেখেছিলেন। "Age cannot wither her"। তাঁর শরীর থেকে আভিজাত্যের রূপ ও গন্ধ ঠিকরে পড়ত। তাঁর সম্বন্ধে ইংলন্ডের প্রখ্যাত প্রবন্ধকার লিটন স্ট্রাচির ফ্লোরেন্স নাইটেনগেলের কথা মনে হয়—"It was not the swan that they (Her parents) had hatched, it was an eagle." নরম সরম কোন মেয়ে নয়, তীক্ষ্ন দৃষ্টিসম্পন্ন অসীম আত্ম প্রত্যয়ী, কিন্তু করুণাধারায় একান্ত মানবী।

—মণি সেন

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

বি, এস, এন, এল-র টাওয়ার প্রসঙ্গে

মির্জাপুর এলাকায় বি, এস, এন, এল-এর কোন টাওয়ার না থাকায় সেখানে গ্রাহক পরিষেবা পদে পদে মার খাচ্ছে। প্রায় সময় কথা শোনা যায় না। অথচ অন্যান্য প্রাইভেট সংস্থাগুলোর মোবাইল পরিষেবা ভালো। গ্রাহকদের অসুবিধার কথা মাথায় রেখে এ ব্যাপারে সুষ্ঠু ব্যবস্থা নিতে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

গৌতম মনিয়া, মির্জাপুর

সারা বাংলা অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ১৯ জুন সারা বাংলা অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী সমিতি এবং জয়েন্ট কাউন্সিল যৌথভাবে ডেপুটেশন দেয় সামসেরগঞ্জ আই সি ডি এস প্রকল্পের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক অমিতাভ সেনগুপ্তকে। তাদের দাবী ছিল, অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী এবং সহায়িকার ভাতা ন্যূনতম তিন হাজার ও এক হাজার পাঁচশো টাকা দিতে হবে। অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র বৃদ্ধি করতে হবে। সবজির বিল প্রতি মাসে দিতে হবে। ডেপুটেশনে প্রায় তিনশো কর্মী ও সহায়িকা উপস্থিত ছিলেন। বক্তব্য রাখেন মানেজা খাতুন, সারা বাংলা অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী সমিতির সম্পাদিকা, মোহাঃ ওয়াজির, জয়েন্ট কাউন্সিলের সম্পাদক, তুতুল সিনহা, ষষ্ঠীচরণ দাস, রৌশান আলি প্রমুখ। তুতুল সিনহা বলেন, সামসেরগঞ্জ ব্লকে শিশু মৃত্যু জেলার মধ্যে উল্লেখযোগ্য অথচ এখানে শিশুদের খাদ্য প্রায় ৬ মাস বন্ধ। রৌশান আলি বলেন, অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রগুলির কোন নিজস্ব ভবন নেই। কারো বারান্দা, বাগান অথবা রাস্তার ধারে ফাঁকা জায়গায় শিশুদের রান্না করে খাওয়াতে হয়। অবিলম্বে প্রতিটা কেন্দ্রে গৃহ নির্মাণ করতে হবে। এছাড়া শিশু খাদ্যে চাল-ডাল খুবই নিম্নমানের সরবরাহ করা হয় বলে তিনি অভিযোগ তোলেন।

বাৎসরিক মিলনোৎসব ও নজরুল সন্ধ্যা

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ অধ্যক্ষ অর্দ্ধেন্দু দাসের উদ্যোগে রঘুনাথগঞ্জ সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের বাৎসরিক মিলনোৎসব, শংসাপত্র বিতরণ এবং নজরুল সন্ধ্যা অনুষ্ঠিত হলো স্থানীয় রবীন্দ্র ভবন মঞ্চে গত ২৪ মে। প্রদীপ প্রজ্বলন, প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের মধ্যে উৎসবের সূচনা করলেন অতিরিক্ত জেলা অবনীবন্ধক অমিতাভ ঘোষাল। আড়ম্বর না থাকলেও শিল্পীদের পরিবেশিত সঙ্গীত এবং নৃত্যানুষ্ঠান দর্শকদের মন জয় করে নিয়েছিল।

Annexure—I

N. I. T. No. 03 / BEUP / 2007-2008

M. No —813 (II)/Dev./En. Dt. 25/6/07

Sl. No.	Name of work	Tender Amount (in Rs.)	Earnest money (in Rs.)	Time of completion of work
1.	Construction of black top road from Khanpara Joyed Moulavi's more toMaharamtala more under A-Gola GP of Domkal Block.	3,40,000.00	Rs. 6,800 00 by Bank Draft or NSC duly pledged in favour the D. M., Murshidabad	35 days
2.	Construction of black top road from Domkal bus stand (tunga stand) to Maidul's house under A-Gola GP of Domkal Block.	2,60,000.00	Rs 5,200.00 by Bank Draft or NSC duly pledged in favour the D. M., Murshidabad	35 days
3.	Construction of moorum road from Athwanpara moorum road to Madhya Garibpur Khawaghat under Garibpur GP of Domkal.	1,99,230.00	Rs. 4,000.00 by Bank Draft or NSC duly pledged in favour the D. M., Murshidabad	35 days
4.	Construction of moorum road from Kamardiar Kalitala to Sahebpara under Goramara GP of Domkal Block.	1,99,230.00	Rs. 4,000.00 by Bank Draft or NSC duly plddged in favour the D. M., Murshidabad	35 days
5	Construction of moorum road from Srikrishnapur more to Kuchia more under Garaimari GP of Domkal Block.	1,99,230.00	Rs. 4,000.00 by Bank Darft or NSC duly pledged in favour the D. M., Murshidabad	35 days
6.	Construction of moorum Road from near Jagannath Halder's land to Chander Ali's house of Panchananpur village of Sarangpur GP of Domkal Block.	1,99,230.00	Rs. 4,000 00 by Bank Draft or NSC duly pledged in favour the D. M , Murshidabad	35 days
7.	Construction of moorum road from Sultanpur moorum road to Brindabanpur Boltala under Madhurkul GP of Domkal Block.	1,99,230.00	Rs. 4.000.00 by Bank Draft or NSC duly pledged in favour the D. M., Murshidabad	35 days
8.	Construction of moorum road from Bhatshala Kabarsthan to Juginda GP via Chakbhikari under Juginda GP of Domkal Block.	2,43,803.00	Rs. 5,000.00 by Bank Draft or NSC duly pledged in favour the D. M., Murshidabad	35 days
9.	Construction of moorum road from Bilashpur Purbapara to Alinagar under Roypur GP of Domkal Block.	1,99,230.00	Rs. 4,000.00 by Bank Draft or NSC duly pledged in favour the D. M., Murshidabad	35 days
10.	Construction of moorum road from Dargipara Anganwari Centre to Bajitpur Khelarmath (more pitch) under Domkal Block.	1,99,230.00	Rs.4,000.00 by Bank Draft or NSC duly pledged in favour the D. M., Murshidabad	35 days

Last date for submission of tender on 12-07-2007 in the D. P. L. O's chamber at the New Administrative Buildings, Berhampore, Msd.

District Magistrate,
Murshidabad

Memo No. 499 Dt. 27-6-07

১৫০ ভর্তি নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ (১ম পৃষ্ঠার পর)

জয়রামপুর মন্ডলপাড়ায় কাজী নজরুল ইসলাম এ্যাকাডেমিতে তোলা হয়। কাউন্সিল বোর্ডের নির্দেশেই নাকি নতুন কমিটি গঠন ও স্থান পরিবর্তন বলে প্রচার। এর পর নয়া কমিটি পড়ুয়াদের ভর্তির নামে প্রায় ২০০০ আবেদনপত্র ছাপান। এবং সেগুলো প্রতিটি ৫০০ টাকা করে বিক্রী শুরু করেন। ২৫০ শীটের জন্য প্রায় ১৭০০ আবেদনপত্র নাকি বিক্রী ও হয়ে যায়। মুক্ত বিদ্যালয়ের নিয়মে ৩০—৩৫ থেকে শুরু করে তার উর্দ্ধের পড়ুয়াদের পড়ার কথা। কিন্তু এখানে ১৯-২০ বছরের অনেক পড়ুয়াকে সুযোগ দেয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। শুধু তাই নয়—মুনিরিয়া হাই মাদ্রাসাকে উপেক্ষা করে মাদ্রাসার পাশে তাসিকের চায়ের দোকানকে মাধ্যম করে পড়ুয়াদের জয়রামপুর মন্ডলপাড়ায় নজরুল এ্যাকাডেমিতে যেতে বলা হয়। এবং পরে ২৫০ ভাগ্যবান পড়ুয়ার নামের তালিকা পুলিশ ও মস্তান বাহিনীর বেষ্টনীতে ঐ চায়ের দোকানের বাইরে টাঙিয়ে দেয়া হয়। এ প্রসঙ্গে মুনিরিয়া হাই মাদ্রাসার বর্তমান ম্যানেজিং কমিটির সেক্রেটারী রেজাউর রহমান ক্ষোভের সঙ্গে জানান—"আমাকে গোপন করে হেডমাষ্টার মুক্ত বিদ্যালয়কে এক রকম চক্রান্ত করে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে চাইছেন। আর্থিক দুর্নীতির জন্য তাঁকে মুক্ত বিদ্যালয়ের কো-অর্ডিনেটরের পদ থেকে অপসারিত করে এম, সির সিদ্ধান্ত মতো শিক্ষক সঞ্জীব সাহাকে ঐ পদের দায়িত্ব দেয়া হয়। কিন্তু কয়েক মাস চলে গেলেও আনেসুর রহমান চার্জ বুঝিয়ে দেননি। রেজাউর রহমান আরো জানান—মাঝে স্কুলের উন্নতির নামে বিনা রসিদে প্রায় ১ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা হেডমাষ্টার ছাত্রদের কাছ থেকে আদায় করেন। অথচ এখন বিভিন্ন জায়গায় ৭০ হাজার টাকা আদায়ের গল্প করে বেড়াচ্ছেন। তিনি বলেন—আমাদের কমিটির ইচ্ছা আগে এপার-ওপারের পড়ুয়ারা মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পান। তারপরে অন্যান্য ব্লক। কিন্তু ভুঁইফোড় কমিটি ফরাক্কা, সামসেরগঞ্জ এলাকার অল্প বয়সী প্রার্থীর কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা আদায় করে তাদের নাম নাকি তালিকাভুক্ত করেছে। এইসব অনাচার বন্ধে গত ১৫ জুন আমি বিকাশ ভবনে মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দপ্তরে গিয়েছিলাম। তারা নতুন কমিটি গঠন বা বিদ্যালয়ের স্থান পরিবর্তনের কোন নির্দেশ পাঠাননি বলে জানান। আমার অভিযোগের ভিত্তিতে ১৭ জুন বোর্ড থেকে একজন তদন্তেও আসেন। মুনিরিয়া হাই মাদ্রাসার সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিলেও নয়া ডেরায় এই মাদ্রাসার রেজিষ্টার ও রসিদ ব্যবহার করা হচ্ছে। মুনিরিয়া মাদ্রাসাকে সামনে রেখে ওদের লুটেপুটে খেতে দেব না। প্রয়োজনে হাইকোর্টে যাব।" এ প্রসঙ্গে মাদ্রাসার হেডমাষ্টার আনেসুর রহমানের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে একটা গন্ডগোল চলছে স্বীকার করলেও বিস্তারিত ঘটনা জানাতে নানা টালবাহানা করেন।

ঢিলেমি চলছেই (১ম পৃষ্ঠার পর)

দেখা দিচ্ছে। ভারী মালবাহী লরি রাস্তায় বসে গিয়ে প্রায় অন্যান্য যানবাহন চলাচলে বাধা আনছে। এ প্রসঙ্গে পি ডি সি এল সূত্রে জানা যায়, 'প্রায় দু' কিলোমিটার রাস্তা তৈরীতে ওদের এষ্টিমেট মতো ১ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা আমরা পি ডবলিউ ডি-কে দি। কিন্তু নির্দিষ্ট সময় চলে গেলেও রাস্তা সম্পূর্ণ হয়নি। এ ব্যাপারে ওদের উচ্চ দপ্তরে অন্ততঃ পঞ্চাশবার চিঠি পাঠানো হয়। ওদের সঙ্গে বহুবার আলোচনায় বসা হয়। কিন্তু ওদের গড়িমসি চলছেই। রাস্তা চালু না হওয়ায় জনসাধারণের সঙ্গে সঙ্গে প্ল্যান্টের কাজেও বাধা আসছে।'

কংগ্রেসের ডেপুটেশন (১ম পৃষ্ঠার পর)

পুর এলাকার বিদ্যুৎ ব্যবস্থা, সমস্ত ওয়ার্ডে পানীয় জলের ব্যবস্থা প্রভৃতি ২০ দফা দাবী পেশ করা হয়েছে। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন মহঃ আখরুজ্জামান, সমীর পন্ডিত, অরুণ সরকার প্রমুখ।

এ প্রসঙ্গে পুরপতির বক্তব্য ঃ বিপিএল তালিকা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের ভ্রান্ত নীতির ফলে বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে। শুধু এখানে নয় রাজ্য জুড়ে। যাদের পাকা বাড়ী, ইলেকট্রিক লাইন, জলের পয়েন্ট, ৩১৭·৩৫ মাসিক রোজগারের ভিত্তিতে একই পরিবার থেকে ১৫০০ টাকা রোজগার থাকলে তাদের নাম বিপিএল তালিকায় থাকবে না। এই ধরনের ১৩টা পয়েন্ট রাখা হয়েছে। এর ফলে খসড়া বিপিএল তালিকা প্রকাশের পর বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে। অনেক বৃত্তশালী শিক্ষিত পরিবারের নাম তালিকায় উঠে এসেছে। পাশাপাশি দারিদ্র-সীমার নীচে বাস করা বহু পরিবার, আগে যারা তালিকায় ছিলেন তারা বাদ পড়েছেন। এই পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকার প্রকৃত গরীবদের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য তদন্ত করে নতুন তালিকা তৈরী করছে। কংগ্রেসের একটা গোষ্ঠী এ ব্যাপারে কোন খোঁজখবর না নিয়ে কিছু গ্রামীণ মহিলাকে পুরসভার সামনে এনে হৈচৈ করে নিজেদের অস্তিত্ব জানান দিয়ে গেল এই পর্যন্ত।

শিক্ষার অঙ্গনে অধিকার সবার

শিক্ষা প্রসারের এক মহান ব্রত নিয়েছে বামফ্রন্ট সরকার। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে শিক্ষার অঙ্গনে আনার পাশাপাশি শিক্ষার মানকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ আমরা। অব্যাহত আমাদের সর্বশিক্ষা অভিযান, মিড-ডে মিল প্রকল্প। বেড়েছে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ-মাধ্যমিক স্কুল, মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ও। নিত্য নতুন অনুমোদন পাচ্ছে সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে যুগোপযোগী কারিগরি-বৃত্তিমূলক শিক্ষাক্রম। প্রতি বছরই ছাত্র অনুপাতে বাড়ছে শিক্ষক-পার্শ্বশিক্ষকের সংখ্যা। শিক্ষা ও গবেষণার দিগন্ত প্রসারিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। শিক্ষার উৎকর্ষে পশ্চিমবঙ্গ আজ মেধা তালিকার প্রথম সারিতে।

বামফ্রন্ট সরকার

গৌরবময় ৩০ বছর

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

জনজীবনে অগ্রগতির রূপকার

স্মারক নং ৪৩০/(১৬) তথ্য / মুর্শিদাবাদ তাং ২১/৬/০৭

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।